খণ্ড ৯, সংখ্যা ১০
Vol. 9, No. 10

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

ডিসেম্বর ২০১৮
December 2018

সম্প্রদায়গত সামাজিক বিভাজন এবং বৈষ্ণব "অপসম্প্রদায়": ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (১৮৩৮-১৯১৪) এবং দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১১)-এর গান

ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া

ডুগি-একতারা (গুপিযন্ত্র) বাজিয়ে বাউলগান পরিবেশন

The Invention of 'Heterodoxy'? Vaishnava Esoteric Movements in the Songs of Bhaktivinod Thakur (1838-1914) and Duddu Shah (1841-1911)

Carola Erika Lorea

Abstract

This article is about songs as mirrors of sectarian scissions. They reflect the reasons why in the final decades of the 19th century, Bengal witnessed a rhizomatic appearance of religious movements which were not previously defined individually and demarcated with a separate name. These religious communities - for example those that came to be known as Baul, Sahajiyā, Kartābhajā, Matua etc. are formed by low-caste or so-called 'untouchable' people from subaltern milieus. They sprouted and often claim to be originated from a religious substratum known as Bengali Vaishnavism, or Caitanya Vaishnavism.

I will outline the exclusionary politics of 19th century Bengali Vaishnavism in its approach towards the 'apasampradāyas' (deviant sects) – a category which was employed to define a clearer border between orthodoxy and heterodoxy. While scholarly literature tends to treat heterodox lineages as passive subjects in the orthodoxization of Vaishnavism, I will focus on the agency and the repercussions among the esoteric and heteropractical subjects who responded to accusations and marginalization from the dominant Vaishnava discourse.

What was the impact of these newly created criteria to define who is a proper Vaishnava and who is not? How were these criteria accepted or contested by the groups that were excluded from the formation of a modern Vaishnava identity? Most studies seem to treat Baul, Darbeś, or Sahajiyā communities in general, as passive recipients of urban elites' condemnations. By contrast, I aim to show that these lineages were not simply excluded from the process of institution-making, but that connections and dialogues (although of an unequal and asymmetrical type) and responses to each other's criticism, shaped the formation of these modern Bengali religious identities, in relational terms.

I will portray the complexity of this phase of cultural and religious history by discussing and juxtaposing the songs of two composers, who lived in the same time period and grew up some fifty kilometers apart: Bhaktivinod Ṭhākur, and Duddu Śāh. I propose to compare these two corpora because, although the two composers might not have personally interacted, their songs seem to speak to each other quite directly. In this virtual dialogue, Bhaktivinod Ṭhākur represents the views of an educated elite of Vaishnava reformers, while Duddu Śāh could be considered as the spokesperson for antinomian and marginalized Sahajiyā lineages and their struggle to maintain their traditional authority and status. During the composers' lifetime, this demarcation line, as it will emerge in the course of the paper, was often blurred and impermanent, leaving open and overlapping spaces for dialogue, loans, adaptations and exchange.

যখন হিন্দু প্রধান গ্রামের গৌরাঙ্গ হাজরা, তার গুরু হিসাবে একজন মুসলিম ফকিরকে বেছে নিয়েছিলেন তখন তাকে শুধু মারই খেতে হয়নি তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে সমাজ ছাড়া করা হয়েছিল। তার সাথে সম্পর্কিত আরও অনেকের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে তাদের গ্রাম ছাড়া করা হয়েছিল। রাজপুরে এও রটানো হয়েছিল যে, তুমি যদি সাতজন বাউলকে মারতে পারো তাহলে তুমি অবশ্যই স্বর্গে যাবে। (ঝা ২০০১ ; ৩৭)। শক্তিনাথ ঝা তাঁর ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছিলেন যে ২১৮টি বাউল পরিবারের মধ্যে ১৩৪টি পরিবারকেই অত্যাচার করা হয়েছিল নানা প্রকারে, যার মধ্যে মাত্র কিছু ঘটনা খবরের কাগজে উল্লিখিত হয়েছে (ব্যানার্জী ১৯৯৭)।

বাউল কৃষ্ণদাস ও বিষ্ণুপ্রিয়া যখন ইউরোপে আমার দেশের (ইটালি) ফ্লোরেন্সে আসে তখন তাদের ইস্কন মন্দিরে গান গাইতে দেওয়া হয় নি "মায়াবাদী" বলে।[১] ইস্কন মন্দিরে বাউল গান চলবে না গোস্বামীরা বলে দিয়েছেন। এই ঘটনা থেকে সমগ্র ইটালি জেনেছিল যে, বাউলদের প্রতি কীভাবে বিরূপ আচরণ করা হয়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাতে চাই ১৯ শতক থেকে কীভাবে বাউলেরা সমাজের কাছ থেকে নানা ভাবে অপমানিত হয়েছে; এবং এরফলে বাউল, দরবেশ, সহজিয়া পরম্পরার মধ্যে প্রান্তিকীকরণ নিয়ে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সূচনা

সাম্প্রদায়িক বিভেদের যে ছবি ১৯ শতকের গানগুলিতে ফুটে উঠেছে সেগুলো নিয়ে এখানে কিছুটা আলোচনা করব। যা দিয়ে বোঝা যাবে ১৯ শতকের শেষাংশে কত নিষ্ঠুর ধর্মীয় গোঁড়ামির সাক্ষী ছিল বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা। ১৯ শতকে যে সকল আলাদা আলাদা ধর্ম-সম্প্রদায় নির্মিত হয়েছে যা আগে আলাদা নামে পরিচিত হয় নি; যেমন—বাউল, সহজিয়া, কর্তাভজা, মতুয়া ইত্যাদি। এরা প্রধানত ছিল সমাজের নিম্ন জাতি বা অচ্ছূত।[২] এই প্রবন্ধে আমরা গ্রামবাংলায় মানুষের ধর্মান্দোলন সম্পর্কে জানব। এদের 'হাইব্রিড' সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব পাওয়া যায়; যেমন—বৌদ্ধ, তান্ত্রিক এবং সুফি, যদিও এদের ধর্মভাবনার মূলে ছিল বৈষ্ণব বা চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম (Cashin 1995)।

বর্তমানে আমরা এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভাজনের মধ্যদিয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন 'অপসম্প্রদায়'কে মূল বৈষ্ণব সমাজ থেকে বিতাড়নের ইতিহাস দেখাতে চেয়েছি। এই বিতাড়িত নতুন সম্প্রদায় ও তাদের সাহিত্যের মধ্যদিয়ে আমরা যার ছবি দেখতে পাই।

আমরা আরও দেখব কীভাবে গোঁড়া বৈষ্ণবের দ্বারা বেদবহির্ভূত সহজ ধর্মপথের প্রান্তিকীকরণ সম্ভব হয়েছে ও এই অপসম্প্রদায়গুলির উত্থান সম্ভব হয়ে উঠেছে এই বাংলাদেশে। প্রসঙ্গত জেনে নেওয়া দরকার—কীভাবে উচ্চ জাতিমর্যাদা সম্পন্ন বৈষ্ণবধর্ম থেকে বেরিয়ে আসা সহজিয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে সমাজের মূলধারা থেকে বিতাড়িত করে একঘরে করা হয়েছিল—তবুও তাঁরা চৈতন্য ও নিত্যানন্দ (বা নিত্যানন্দের ছেলে বীরভদ্রকেই) আদিগুরু বলে মনে করেন (ভাট্টাচার্জ ১৯৫৭; ৪৪)। তাছাড়াও রক্ষনশীল হিন্দুদের দ্বারা কীভাবে প্রান্তিক সম্প্রদায় যেমন বাউল ফকির, যাদের ধর্মাচরণে সুফি, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবধর্মের সমন্বিত রূপ ছিল তারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত তথা লাঞ্ছিত হয়েছিল। এই কাজে শুধু হিন্দুরা নয়, গোঁড়া মুসলমানরাও সামিল ছিলেন। বাউলদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফতোয়া জারি করা হয়েছিল (চৌধুরী ২০১৪; ঝা ২০০১)। মৌলানা রিয়াজুদ্দিন ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম (১৯২৬ সালে)। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের নিয়েই।

১৯ শতকের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম[৩] নীচু জাতের মানুষকে তাদের ধর্মাচরণের অন্তর্ভুক্ত করে নি। এই বৈষ্ণবধর্মের সংশোধনের আন্দোলনে যাকে অনেকে বলেছেন "Neo-Vaishnavism", তাতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ভদ্রলকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে অবশ্যই স্মরণীয় রয়েছেন অনেক বুদ্ধিজীবী লেখক ও প্রচারক, যেমন—শিশির কুমার ঘোষ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁর সপ্তম ছেলে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, এবং পরবর্তী কালে ভক্তিসিদ্ধান্তের শিষ্য ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ—যিনি ইস্কন ধর্মান্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছেন (Bryant et al. 2004)।

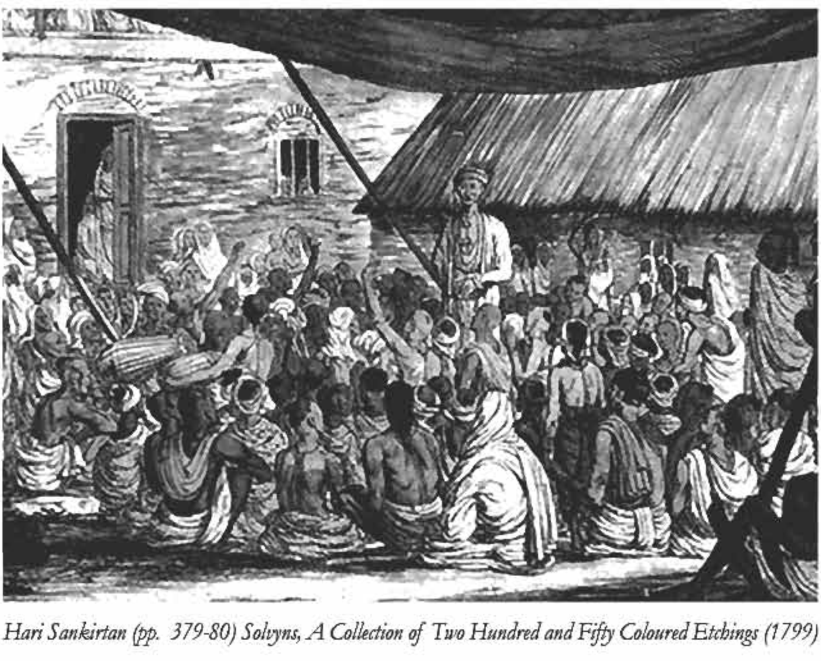

Hari Sankirtan (pp. 379-80) Solvyns, A Collection of Two Hundred and Fifty Coloured Etchings (1799)

আধুনিক গবেষকগণ, যথা Joseph O'Connell (১৯৮২), Jason Fuller (২০০৩, ২০০৯), Ferdinando Sardella (২০১৩), বারুণী ভাটিয়া (২০১৭) এবং Lucian Wong (২০১৮)—তাঁদের আলোচনার মধ্যে বলেন যে, পশ্চিম শিক্ষায় শিক্ষিত চাকুরীজীবী ভদ্রলোকেরা মূল বৈষ্ণব ভাবধারাকে আধুনিকীকরণ, সংশোধন ও পুনর্নিমাণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তারা বৈষ্ণব ধর্মালম্বী বহু মানুষকে 'অশোভন', 'অশ্লীল', 'তান্ত্রিক', 'মায়াবাদী' (Goswami ২০১২; ২১৫, ৬২৪) বা 'অপসম্প্রদায়িক' বলে মূল বৈষ্ণবধর্মের স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। জটিল সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কারণে যেমন ঔপনিবেশিক নৈতিক মতবাদের প্রভাব (ব্যানার্জী ১৯৮৭) এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের চিন্তাধারা (ভাটিয়া ২০১৭)—নব্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিভিন্ন 'অপসম্প্রদায়'কে অপমানের মাধ্যমে বার্জন করেছে।

তাদের লেখা ও পত্রিকায়, ভদ্রলোক বৈষ্ণব লেখকেরা নিশ্চিত করতে চায়ছিলেন—আসল ও যথার্থ বৈষ্ণব কারা, আবার অশুদ্ধ অবৈষ্ণব কারা, শুদ্ধ বৈষ্ণব কারা, কোন গ্রন্থ ও কোন কোন সাধন-ভজন বৈষ্ণবদের পালনীয় ও করণীয়—সেটার মাপকাঠি ঠিক করার জন্য গোঁড়া বৈষ্ণব ১৯ শতকের শেষাংশে প্রচুর লেখা প্রকাশ করেছেন। সেই নতুন মাপকাঠি অস্বীকারের মাধ্যমে নিম্ন জাতিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলো বিভিন্নভাবে তাঁদের বিরোধ প্রকাশ করেছেন। আমাদের আলোচনায় দেখাতে চাই যে, বৈষ্ণব ধর্মাচরণের পরিবর্তনের এই ধারা বাংলা গান ও সাহিত্যে কীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

বাংলার ইতিহাস বিশেষত ধর্মীয় ইতিহাস বাংলা সংগীতের ইতিহাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সুকন্যা সর্বাধিকারীর বই আমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে "বিভিন্ন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গান (গাওয়া)-ই বৈষ্ণব জীবনাচারণের প্রধানতম অবলম্বন" (২০১৫; ২৪)।

বৈষ্ণব আর বাউল এ দুটোর ধর্মীয় ইতিহাস আমরা বিশ্লেষণ করব ভক্তিবিনোদ ও দুদ্দু শাহর গানের মধ্যদিয়ে। এই দুই পদকর্তার জীবনযাত্রা সমকালীন। তা ছাড়া তাঁরা মাত্র ৫০কিলোমিটার ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের বাংলায়। পরস্পরের সাথে বোধহয় জীবনকালে কখনও পরিচয় হয় নি। তবে তাঁদের গানের মধ্যে সংলাপের মতো তাঁদের তর্ক-বিতর্ক আমরা টের পাই।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম কেদারনাথ দত্ত। তিনি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ, উঁচু জাতের মানুষ। ব্রিটিশ

শাসনকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন (দাস: ১৯৯৯)। তাঁর জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া জেলার উলা (আজকের বীরনগর) গ্রামে। তিনি ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্ত, ভাবুক ও সংস্কারক। বিশ্ব ইস্কন আন্দোলন তাঁকে অন্যতম প্রধান প্রচারক মনে করেন।

অন্যদিকে দুদ্দু শাহ জন্মে ছিলেন এক মুসলমান পরিবারে। বর্তমান বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার বেলতলা গ্রামে ১৮৪১ সালে। তিনি বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে তাদের সাধনার ধারাকে অবলম্বন করেন ও বহু গান রচনা করেন। দুদ্দু শাহ ছিলেন সর্বজন জ্ঞাত লালন ফকিরের শিষ্য (চক্রবর্তী ১৯৯২; Salomon ১৯৯১); যে লালন ফকিরের গান নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক গবেষণা হয়েছে, আর যেগুলি সংরক্ষণ করার পর জাতীয় সম্পদ রূপে পরিগণিত হয়েছে।

আমার আলোচনায় থাকবে এই দুই প্রধান চরিত্রদের রচনা। যদিও আমি আগেই বলেছি, জীবদ্দশায় তাঁরা বোধহয় কখনও একে অপরের সম্মুখীন হন নি। কিন্তু, একথা তো ঠিক যে, তাঁদের সংগীত ভীষণভাবে একে অপরের পরিপূরক। ভক্তিবিনোদের রচিত গানে শিক্ষিত রুচিশীল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে, অন্যদিকে দুদ্দু শাহের গানে প্রকাশিত হয়েছে প্রান্তিক অমার্জিত সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের কথা। তাঁদের প্রজন্মের আগে বোধহয় গোঁড়া বৈষ্ণব এবং বস্তুবাদী বর্তমান-পন্থী সহজমতের বৈষ্ণবের মধ্যে অতো নির্দিষ্ট কোনো সীমানা ছিল না, থাকলেও অনেক জায়গায় সেই ধর্মীয় গণ্ডী অতিক্রম করা যেত আর সাংস্কৃতিক মতামত ও মনোভাব আদান-প্রদানের জন্য কিছু খোলা জায়গা থাকতো। ভক্তিবিনোদ ও দুদ্দু শাহ তাঁদের গানের মধ্যদিয়ে পরিষ্কার করে আমাদেরকে দেখান যে, তাঁদের জীবনকালে সেই সীমার নমনীয়তা, ফাঁক-ফোকর বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতার সেই সীমা নতুনভাবে শক্ত করে নির্মিত হয়েছে, সেটা তাঁদের গানের পদে স্পষ্ট করে দেখা যায়।

ঔপনিবেশিকচিন্তা ও গোঁড়ামি: এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

Connell (১৯৮২), Fuller (২০০৩, ২০০৯), ভাটিয়া (২০১৭) দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ শাসক তথা মিশনারীদের বক্তব্য অনুসারে ১৯ শতকের বৈষ্ণবধর্ম অনুসারীরা ছিলেন দরিদ্র, অশ্লীল ও নীচু জাতের লোক। যাদের কোনো আশ্রয় ছিল না,–যারা বিধবা, বেকার, বেশ্যা ইত্যাদি–তাদের বৈষ্ণব ধর্মাচরণ ছিল। (Risley ১৯৫৩ [১৮৯১]; ২৫৯-৬০)। সেই ধরনের প্রটেস্টাণ্ট এবং ভিক্টোরিয়ান নৈতিকচিন্তা ক্রমে ভদ্রলোক সংস্কারকরাও গ্রহণ করেছেন।

লালবিহারী দে গ্রামবাংলায় বৈষ্ণবের একটি উৎসব সম্পর্কে বলেছেন–

> বৈরাগী বা বাউলরা বন্য উন্মাদনায় নেচে বেড়ায়। গলা চিরে ও মুখে ফেনা উঠে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা রাধা-কৃষ্ণ নামে চিৎকার করে। ধর্মীও ভেদাভেদ ভুলে নারী-পুরুষ একত্রে "promiscuously" নাচ করে। তাদের আচরণ কিছুটা হলেও ভয় ধরিয়ে দেয়। ছেলেরা প্রায় উলঙ্গ হয়ে নাচে, তার চিৎকার নাচ গান সবই খুব জোরে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, শুয়ে বসে, শরীর ঘুরিয়ে নাচ করে। (দে ১৮৭৪; ২৩১-২)

নিম্ন জাতির ভক্তির ও ভাবের এই প্রকাশকে নিন্দা করে শিষ্ট তথা শিক্ষিত বৈষ্ণবরা নিজেদেরকে এদের থেকে আলাদা মনে করেন। দেহকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্ব, সাধনার

পদ্ধতি ও ভাবাবেশ তৈরি করা হয়েছে লোকধর্মের মধ্যে সেটা আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করেছে।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

উনিশ শতকের আগে বৈষ্ণব ধর্মাচরণে যে কোনো গোলমাল ছিল না এমন নয়। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেই তাঁর ভক্তদের মধ্যে তাত্ত্বিক মতভেদ শুরু করেছে। কিন্তু এই গোলমালের ফলে নতুন কোনো উপসম্প্রদায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় নি। ১৯ শতকের আগে তাদের নৈতিক আদর্শ আর যৌনাচারের কারণে সামাজিক অপবাদ ও নিন্দার কোনো প্রমাণ আমরা পাই না।

তবে পরবর্তীকালে কেদারনাথ দত্ত (১৮৩৮-১৯১৪) যিনি পরে ভক্তিবিনোদ নামে পরিচিত হন ও ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (১৮৭৪-১৯৩৭) বাংলার ছাপাখানা ও সাময়িকপত্রের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মকে নিয়ন্ত্রিত, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও প্রাতিষ্ঠানিক করতে পেরেছিলেন। অবাঞ্ছিত নীচু জাতিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে বর্জন করার জন্য, গোঁড়া বৈষ্ণব 'অপসম্প্রদায়' শব্দ ও ধারণা ব্যবহার করতে শুরু করে। গোঁড়া বৈষ্ণব সাহিত্যে অপসম্প্রদায়গুলোর রীতিনীতি আচারানুষ্ঠান বারে বারে কলঙ্কিত ও কলুষিত হয়। তার একটি উদাহরণ আমরাই পাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গানে:

মাথা নেড়া কপনি পরা তিলক নাকে গলায় মালা
দেখতে বৈষ্ণবের মতো আসল শাক্ত কাজের বেলা
সহজ ভজন করছেন মামু সঙ্গে লয়ে পরের বালা॥
(১৯১৬ক, গান ন ৬)

সুধীর চক্রবর্তীর অনুসারে এই 'অপসম্প্রদায়' শব্দটি প্রথমবারে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণব অপসম্প্রদায়-এর ধারণা কিন্তু আরও প্রাচীন। সম্ভবত ভক্তিবিনোদ দক্ষিণ ভারতের গোঁড়া বৈষ্ণব পণ্ডিত তোতা রামদাস বাবাজি থেকে এই ধারণা ধার নিয়েছেন। তোতা রামদাস বাবাজি ১৮ শতাব্দীর শেষের দিকে নবদ্বীপে বসবাস করতেন। তিনি একটি প্রবাদ বলতে থাকতেন:

আউল বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই
সহজিয়া সখী ভাবকী স্মার্ত জাত গোঁসাই

অতিবড়ি চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী
তোতা কহে এ তেরো জাতের সঙ্গ নাহি করি॥[৪]

বিগত দেড় শতকে ইংরাজি ও বাংলায় শুদ্ধ বৈষ্ণব কারা ও কারা এই ধর্মাচরণের বহির্ভূত তাই নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ আর বই লেখা হয়েছিল।[৫] এর মধ্যে কিছু পত্রিকা দাবি করে যে—বাউল, দরবেশ, সহজিয়া ধর্মাচরণ নোংরা এবং অগ্রহণীয়। তাদের অনুষ্ঠানে গাঁজা খাওয়া আর মাছ খাওয়ার প্রচলন আছে। এমনকি এই ধর্মে যৌনশক্তি আর নারীদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। দেহের সাধনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি কোনো সম্মান তারা দেয় না। বিশেষ করে দেহতত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও সাধনার ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। ভক্তিবিনোদের নানা গানে এ সব নিয়ে রূঢ় অভিযোগ পাই।

সজ্জন তোষণী পত্রিকায় (১৮৮১; ৬৮) বলা হয় — ছদ্ম বৈষ্ণবরা, নকল বাউল বা দরবেশদের মতো সাধনার নামে তাদের স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রী লোকের সঙ্গে সংযোগ রাখতো। একটি পত্রিকায় বলা হয় যে দরবেশদের সাধনা বৈষ্ণব সাধনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা মাছ আর তামাক খায়, নারীদের সঙ্গ করে। তাদের মূল বৈষ্ণব বলা কখনই সঙ্গত নয়। (*শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া* পত্রিকা ১৮৯৮; ১৪৪-৫)

ভদ্রলোক লেখক এবং তাদের পাঠকরা পর্যায়ক্রমে নিম্ন জাতির মানুষকে বা লোকধর্ম পালনকারী সম্প্রদায়ের মানুষকে ভাবাদর্শগত দিক থেকে নিষ্পেষণ ও অত্যাচার করেছেন। এর মধ্যে দলিত নিপীড়িত উপসম্প্রদায়গুলো কেবল ছিল তা নয়। এই সব সম্প্রদায়ের মহাজন পদকর্তারা বিভিন্ন প্রকারে নিজের ঐতিহ্য আর অধিকারকে রক্ষা করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছেন। সেই "subaltern strategies" of "everyday resistance" (James Scott ১৯৯০)-এর মধ্যে আমরা দুদ্দু শাহের গানে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কথা পাই। সাধারণত বাউলগানে আমরা সাম্প্রদায়িক চিন্তার পরিচয় পাই না, মানবতা এবং সমানাধিকারবাদের কথা পাই। কিন্তু ১৯ শতাব্দীর শেষে বাউলগানের পদে আমরা পাই মর্কট বৈরাগী, নেড়া-নেড়ি, সতী মায়ের ভক্ত, বৈষ্ণব পণ্ডিত, বাবাজি ইত্যাদি। এদের সাথে তুলনা করে দুদ্দু শাহ বলেন—বাউলধর্ম আলাদা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অভিযোগ এবং তাদের আক্রমণকে প্রতিক্রিয়া করে তিনি বাউলধর্ম আর সাধনাকে শ্রেষ্ঠ বলে বাউল পথের মর্যাদা সুরক্ষা করেন।

দুদ্দু শাহের গান: বৈষ্ণবধর্মের বিরোধ

দুদ্দু শাহ (১৮৪১ - ১৯১১) ছিলেন বিদ্বান ও সর্বজনজ্ঞাত লালন ফকিরের শিষ্য। দুদ্দু শাহ সম্পর্কে বিশেষ কোনো নিশ্চিত ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের কাছে নেই বললেই চলে।[৬] তিনি তাঁর পিতা ঝাড়ু মণ্ডলের চতুর্থ সন্তান, তাঁর পিতা ছিলেন পেশায় চাষী অথবা মৌলবি। আরবি এবং ফার্সি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। তাঁর বাবা তাঁকে স্থানীয় এক পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত ও বৈষ্ণবসাহিত্য পড়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

লোকবিশ্বাস যে, তিনি সম্পূর্ণ *চৈতন্য-চরিতামৃত* আত্মস্থ করেছিলেন। (ঝা ২০১২: ৯)। *চৈতন্য-চরিতামৃত* হলো কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত চৈতন্যদেবের জীবনী, তার সঙ্গে এই গ্রন্থে রয়েছে বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা ও ব্যাখ্যা। দুদ্দু শাহের এই বিষয়ে গভীর জ্ঞান

ছিল। গোঁড়া বৈষ্ণব এবং বাউলধর্মের মধ্যে যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পার্থক্য আছে তা নিয়ে তিনি বললেন:

> বাউল বৈষ্ণব এক নহে তো ভাই
> বাউলধর্মের সাথে বৈষ্ণবের যোগ নাই
> বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব পঞ্চ-তত্ত্বে করে জপতপ
> তুলসীমালা অনুষ্ঠানে সদাই ।
> বাউল মানুষ ভজে যেখানে নিত্য বিরাজে
> বস্তুতে অমৃত মজে নারী সঙ্গী তাই [...]
> দরবেশী বাউলের ক্রিয়া বীরভদ্র জানে সেই ধারা
> দরবেশ লালন সাঁইর কথায় দুদ্দু জানায় তাই॥
> (জাহাঙ্গীর ১৯৬৪; ১১)

দুদ্দু শাহের গানেই পাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কথা, যা তিনি নিজের সম্প্রদায়কে সেই ধর্ম সম্পর্কে বোঝাতে ও বাঁচাতে ব্যবহার করেছেন। যাতে তাঁর ধর্মের লোকের চেতনার উত্তরণ ঘটে। বৈষ্ণবদের ধর্মীয় আচারের মধ্যে আছে প্রার্থনা করা, মালা পরা ইত্যাদি বিধি আর বাহ্যিক রীতি (যারা এভাবে সাধনা করে তারা রসিক সাধক বলে 'অনুমান')। কিন্তু

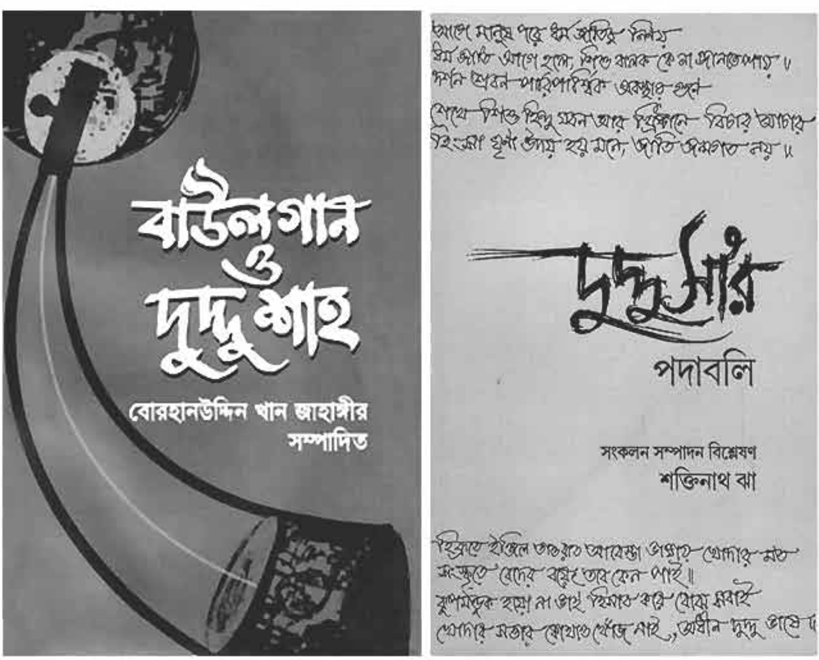

বাউল সাধক দুদ্দু শাহের গানের সংকলন ও বিশ্লেষণধর্মী দুটি বইয়ের প্রচ্ছদ

বাউলেরা এ সবে বিশ্বাস করে না, তারা বর্তমানে বিশ্বাস করে, দেহতত্ত্বে এবং বস্তুতে বিশ্বাস করে (ঝা ১৯৯৯, Openshaw ২০০৪)। বাউল সে, যে মানুষের মধ্যে দেবতার খোঁজ করে। দুদ্দু শাহের পদে এই কথা আছে "যে খোঁজে মানুষে খোদা সে তো বাউল"। আর একটি গানে দুদ্দু বলেছেন -

নদের গোরা চৈতন্য যারে কয় কেশবভারতীর কাছে শক্তি মন্ত্র পায়
গিয়ে রামানন্দের কাছে বাউলধর্মের তত্ত্ব পোছে
তবে তো মানুষ ভজে পরম তত্ত্ব পায় [...]
সেই তত্ত্ব তাই অবশেষে বৈষ্ণবেরা নেয়।
মর্কট বৈরাগী যারা এক অক্ষর না পায় গো তারা
গীতা ভগবত পরা পণ্ডিত সদায়।
তিলক মালা কৌপীন আঁটার দল জানে না হে তারা এ সকল [...]
(ঝা ২০১২; ৮০)

এই বিশেষ গানে দুদ্দু বলেছেন যে, চৈতন্যকে বাউলদের আচরণ ও তত্ত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন রামানন্দ রায়, যিনি জাতিতে ছিলেন শূদ্র। গানটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য থেকে একথা বোঝা যায়—চৈতন্যদেব তার সাধনার কালে এই বিশেষ দেহতত্ত্ব সাধনাও করেছিলেন এককে এবং যুগলে, মহিলা সঙ্গীর সঙ্গে। মহাপ্রভুর সাধুসঙ্গীর নাম ছিল সাঠী। দুদ্দু শাহের অনেক গানে তার নাম উল্লিখিত আছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের বহু মৌখিক ইতিহাস আছে। গোঁড়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় একথা না মানলেও সহজিয়া সাধকদের আর তাদের সাহিত্যের মধ্যে একথা বহুল প্রচলিত।

এই গান থেকে চৈতন্য দেবের উপর যে শাক্ত প্রভাবও ছিল তা বোঝা যায়। দেহতত্ত্ব সাধনার পর তিনি নারীদের মাতৃ রূপে পূজা করেছিলেন। দুদ্দু শাহের কথা অনুসারে মানবতার আরাধনা (বাউলরা যাকে মানুষ ভজন বলে) বৈষ্ণব সম্প্রদায় এরপর থেকে গ্রহণ করে। তবে দুদ্দু সাবধান করেছেন সেই বৈষ্ণবদের থেকে যারা কেবল শাস্ত্র পড়ে, পোশাকের নকল করে নিজেদের বৈষ্ণব ভাবে। আসলে তাদের রসিক সাধনা কোনোটাই নাই। তবে এই একই কথা ভদ্রলোকের মুখেও বাউলদের সম্পর্কে বলতে শোনা যায়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গানে দেখা যায় বাউলরা লম্বা চুল আর দাড়ি রাখে ভিক্ষার ছলে কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য (ঠাকুর ১৯১৬ ব; গান ন ৫)। আর একদিকে দুদ্দুর গানে দেখা যায় বৈষ্ণবদের মধ্যে বৈরাগী, নেড়ানেড়ী, বাবাজীরা আসলে সুযোগ সন্ধানী ভিখারী। তার গানে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। পণ্ডিত এবং মৌলবিদের সাধনার সম্পর্কে বললেন, "কাগজে চিনি শব্দে লেখা যায়, সেই কাগজ চাটিলে কি মুখ মিষ্টি হয় / তেমনি শাস্ত্রে লেখা ঈশ্বর ..."[৭]

সাম্প্রদায়িক বিভাজন: তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ

ইস্কনের প্রধান ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কথা আনুসারে নদীয়ার কিছু জাত গোঁসাই তাঁর গুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীকে হত্যা করার জন্য পুলিশকে ঘুষ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল, তবেও তাদের চক্রান্ত সফল হতে পারে নি (Swami ১৯৯১; Mandala ১৯৯৭)। জাত গোঁসাই

১৯১২ সালে ভক্তিসিদ্ধান্তকে ধর্মসভা করতে বাধা দেয়, প্রতিবাদে তিনি চার দিন অনশন করেন। ১৯২৫ সালে সহজিয়া ও জাত গোস্বামীরা গুণ্ডাদের ভাড়া করে এনেছিল। তাদের অস্ত্রে বহু তীর্থযাত্রী আক্রান্ত হয় (Swami ১৯৯১; Mandala ১৯৯৭)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ব্যাখ্যা অনুসারে বহু বাবাজী অর্থাৎ বৈষ্ণব সাধুজন ভক্তিসিদ্ধান্তের সন্ন্যাস নেওয়ার সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে ও সন্দেহ প্রকাশ করেন। তারা বলতেন ভক্তিসিদ্ধান্তের সন্ন্যাস স্বঘোষিত অথবা অবৈধ। কোনো গুরু ছাড়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাছাড়া তার যথাযথ সাধনাও নেই, সেই কথা সমকালীন অনেক সাধু-গুরু-বৈষ্ণব মানতেনও। (Sardella ২০১৩;৯০, ১১৯. Bhaktivedanta Narayana ২০১৪; ৪১)।

ঘটনাটির উল্লেখ আমাদের লেখায় এই কারণে করা হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উত্থানের পথ আদৌ মসৃণ ও নিষ্কণ্টক ছিল না। বক্তব্যটি ঐতিহাসিক বা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কি-না সেটা সন্দেহাতীত নয়। তবে গল্পগুলো থেকে অনুমান করতে পারি যে—বাউল, দরবেশ, সহজিয়া সম্প্রদায়গুলোর বিরোধী শক্তি ছিল, আর তারা নিজেদের সম্প্রদায়কে বাঁচাতে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল। আজও দেখতে পাই সহজিয়া মানুষ গোঁড়া বৈষ্ণবদের থেকে নিজেদের আলাদা রাখে। দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি যে, সহজিয়ারাই নিজেদের প্রকৃত বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে প্রচার করে। অনেকে বলেন যে, অন্ধ বৈষ্ণবদের সাধনা হলো কাঁচা আম পেড়ে তাঁকে পিটিয়ে পাকানোর মতো। অন্যদিকে সহজিয়াদের সাধনা হচ্ছে—পাকা আম পেড়ে তাঁকে পাকার সময় দিয়ে অপেক্ষা করার মতো। তাতে সহজে তার মিষ্টতা আসে, জোর করে তাকে ডাল থেকে পেড়ে আনলে তাতে তার গুণাগুণ নষ্ট হয়, উপকারও নাই। সহজিয়াদের প্রতীকী ভাষায় কাঁচা আম হচ্ছে সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচার্যের একটি উদাহরণ। তাদের সহজ সাধনার ধারাকে গোঁড়া বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে তুলনা করে তাকে 'শুষ্ক ভজন' বলেছেন, আর নিজেদের সাধনাকে বলেছেন 'রসের সাধন'। সহজিয়া ও

মতুয়াদের মহোৎসবের সংকীর্তন, ছবিটি উত্তর আন্দামান দ্বীপ থেকে গৃহীত

মতুয়াদের ধর্মীয় উপাসনালয়

বৈষ্ণব-বাউলদের মতে তারা যে বৈষ্ণব সাধনার ধারা অনুসরণ করেছেন তা যথাযথ; কেননা, চৈতন্য ও নিত্যানন্দের গোপন সাধনাই তারা বজায় রেখেছেন। সহজিয়াদের পুঁথি, প্রবাদ এবং পদে দেখতে পাই যে—চৈতন্য তার জীবনের শেষ বারো বছর যুগলে গোপন সাধনা করতেন (চক্রবর্তী ২০১৭ [১৯৮৯]; ২৬৮-৭১ এবং দাস ১৯৭৮; ৩৩২)। দুদ্দু শাহের অনেক গানে এ কথা আছে। বিভিন্ন গুজব, গল্প, লোককথায় এই ভিন্ন মত পোষণের কথা আছে। যার মধ্যদিয়ে subaltern resistance বা বিরোধিতার কথা জানতে পারি। যদিও এ কথাগুলো ঐতিহাসিকদের নজর এড়িয়ে গেছে। তবে এই তথ্য সঠিকভাবে সংগৃহীত হলে বাংলার বৈষ্ণবধর্মের বিকল্প একটি ইতিহাস জানা যাবে। অন্যথায় কিছু মানুষের কণ্ঠ রোধ করা হলে মানববিদ্যার চর্চাকে খর্ব করা হবে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের এই পদ্ধতির প্রতি ভিন্ন মত পোষণের যে-ধারা প্রচলিত ছিল তা জানার আরও পথ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাদের নীচু জাতির সাধকদের থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার মধ্যদিয়ে এবং সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেওয়ার মধ্যদিয়ে। বিভিন্ন সাধকগণ তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নতুন উপদল গঠন করেন। দাবী করেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম জাতিভেদ প্রথাকে মদত ও প্রশ্রয় দেয় এবং তারা প্রেম-ভক্তির পথে পথভ্রষ্ট। এই সম্প্রদায়গুলি তাদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয় তৈরি করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে আদি গুরুদের চৈতন্যদেবের অবতার রূপে প্রকাশ করে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে যে-দুটি দল তাদের অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেছিল সে-দুটি হলো—কর্তাভজা এবং মতুয়া সম্প্রদায়। পৌরাণিক কথনকে আনুষঙ্গ করে তথাকথিত নীচু জাতির মানুষকে একত্রিত করে এই দুটি সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। (ব্যানার্জী ১৯৯৫, বান্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৭, মুখার্জী ২০১৪, Urban ২০০১)।

আউলচাঁদ নামে এক মুসলমান ফকির গড়ে তোলেন কর্তাভজা সম্প্রদায় আর হরিচাঁদ ঠাকুর যিনি চণ্ডাল বা অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি গড়ে তলেন মতুয়া সম্প্রদায় (মুখার্জী ২০১৮)। এরাই চৈতন্যের অবতার রূপে পরিচিত হন। মতুয়াদের পবিত্র গ্রন্থ *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে* বলা হয়েছে—

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ভক্তি মোটে কিছু নাই
কোথায় ব্রাহ্মণ দেখ কোথায় বৈষ্ণব
তন্ত্র মন্ত্র ভেক ঝোলা সব ধাঁদাবাজি
স্বার্থশূন্য নামে মত্ত মতুয়ার গণ

দিবারাত্রি হরি বলে সেজেছে গোঁসাই
স্বার্থবশে অর্থলোভী যত ভণ্ড সব
পবিত্র চরিত্র রেখে হও কাজের কাজি॥ [...]
ভিন্ন সম্প্রদায় রূপে হইবে কীর্তন॥

(সরকার ১৯১৬)

আধুনিক ধর্ম কেমন হওয়া উচিত, এই বিষয়কে সামনে রেখে এরা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করেন। তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। ১৯ শতকে যে-সময় নব্য বৈষ্ণবদের রচনায় পত্রিকাকারে 'অপসম্প্রদায়ের' কথা প্রকাশ হওয়া শুরু হয় ঠিক সে-সময় এদের ধর্মীয় ঐক্য দৃঢ়-বদ্ধ হয় এবং এদের ধর্মীয় সাহিত্য ছাপা হয়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয় প্রথম ১৮৮১-৮২ সালে (*ভাবের গীত*, ঘোষ ১৮৮১-৮২) আর হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে (১৮৪৭-১৯৩৭) ১৯০০ সালে মতুয়াদের সংগৃহীত পদ *শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন* প্রকাশিত হয় (সরকার ১৯০০)। একাধারে নীচু জাতের লোকেদের উপর, পাশাপাশি শহুরে বড়লোকদের উপরেও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গভীর প্রভাব পড়েছিল। বর্তমানে বাংলার দলিত সম্প্রদায়ের ধর্ম রূপে পরিচিত মাতুয়া সম্প্রদায়, যাদের সংখ্যা কয়েক কোটির উপরে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক শক্তির উপর তাদের প্রভাব ও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু সতীমা, তার সঙ্গী রামশরণ পাল (সাদা রঙে) এবং তাদের ছেলে আউলচাঁদ, ছবিটি নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া থেকে গৃহীত

এককথায় বলা যায়, যখন ধর্ম সংস্কারকগণ উপসম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধ গড়ে তুলেছিল; তাদের গোঁড়া মুসলমান বা গোঁড়া বৈষ্ণবধর্মের বাইরে রাখার অপচেষ্টা চালিয়েছিল তখন এই মানুষগুলি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজেদের বিশেষ খাতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিল। গানের মাধ্যমে তাদের ভিন্ন মত পোষণের কথা প্রকাশ করেছিল। ঠিক সেই পথ ও পদ্ধতিকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও বেছে নেয়। বাউল আর সহজিয়াদের পদ্ধতি অনুসরণ করে তারাও লোকগীতির মাধ্যমে তাদের মতদ্বৈধতা প্রকাশ করতে শুরু করে। ভক্তিবিনোদের বাউল গান তার অন্যতম উদাহরণ।

"বাউল সঙ্গীত" অথবা ভক্তিবিনোদের... বাউল বিরোধী বাউল গান

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাধারণ মানুষকে তার নিজের বৈষ্ণবধর্ম ব্যাখ্যার সম্পর্কে পরিচিত করতে ও প্রচলিত বাউলদের থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে আনতে নিজেই বাউল গান লেখার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আমরা শ্রীচাঁদ বাউলের ছদ্মনামে লেখা বারোটি গান পাই। বাউলের রীতি অনুকরণ করে লেখা এই গানগুলো 'বাউল সঙ্গীত' শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। খুব অল্প লোক সে গানের সঙ্গে পরিচিত। তবে, সে-সময় থেকেই বাউল গান সাধারণ রুচিশীল মার্জিত কবি-সাহিত্যিকদের নজরে আসে। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ধরনের কিছু গান সংগ্রহের মাধ্যমে *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ভক্তিবিনোদের 'বাউল সঙ্গীত' আবার প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে *সজ্জন তোষণী* পত্রিকার ১৯তম সংখ্যায় (পৃ ১১৫-১২২)। ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে আমরা দশরথ সূতদাস সম্পাদিত নতুন একটা সংকলন পাই। বাউল গান নিয়ে বিস্তর গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও ভক্তিবিনোদ রচিত 'বাউল' গান নিয়ে আলোচনা কদাচিৎ নজরে আসে।

২০০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *বাউল সঙ্গীত*-এর ভূমিকা আমাদের জানায় যে, ভক্তিবিনোদ ওরফে শ্রী চাঁদ বাউল সাধারণ মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে বাউল গানের সুরে স্বরচিত গান গেয়েছিলেন। ভক্তিবিনোদ বুঝেছিলেন গ্রামের সাধারণ মানুষকে তার গানের দ্বারা একত্রিত করা সম্ভব হবে। তিনি জানতেন যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসারের মূলে আছে কীর্তন বা ধর্মীয় সভায় ভাবাবেগ প্রকাশক গান (সর্বাধিকারী ২০১৫ ; ১৭৯-২১৩)। এই সমস্ত সভায় বিখ্যাত গায়করা যেমন বাউল-কবিয়াল-কীর্তনিয়ারা গান গেয়ে শ্রোতাদের ভক্তি রসে মাতোয়ারা ও উদ্বেল করে তুলতেন। যদিও ভক্তিবিনোদের ছেলে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এই গ্রামীণ আনন্দের প্রকাশকেই গানকে "ছুঁচো কীর্তন" বলতেন। তাই কেবল হরিনাম কীর্তন ছাড়া অন্যান্য গানকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার তিনি বিরোধী ছিলেন। ভক্তিবিনোদের বাউল গান, বাউল তত্ত্ব থেকে আলাদা কথা বলতো। এ যেন নতুন এক লোকসাহিত্য আঙ্গিক, কিন্তু শিক্ষিত বড়লোকের মার্জিত আঙ্গিকে লোকগীতির রচনা, যাকে মার্কিন দেশের প্রফেসর Richard Dorson "Fakelore" বলেছেন (Dorson ১৯৭৬)। আমরা বুঝি যে, তিনি বাউল গানের ছন্দ-ভাষা রচনারীতির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর দেশের বাড়ি ছিল উলা (নদীয়া জেলা)। সেখানেই ফকির আউলচাঁদ কর্তাভজা ধর্ম স্থাপন করেছেন। ভক্তিবিনোদের কালে উলা গ্রামে কর্তাভজার একজন শক্তিশালী গুরু থাকতেন, যার কাছে ভক্তিবিনোদ বারে

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বারে গিয়েছেন (ঠাকুর ১৯১৬; ১৮৬)। তার *প্রেম প্রদীপ* গ্রন্থে (ঠাকুর ১৮৮১; ৯২) তিনি পুরো একটি বাউল গান উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে বাউলতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বাউলের সাধনতত্ত্ব তিনি বাদ দিয়েছেন অদ্বৈতবাদী বলে। *বাউল সঙ্গীত*-এর প্রথম গানে এক বৃহৎ বাজারের কথা শুনতে পাই যেখানে অর্থনৈতিক লেনদেন ও ঋণ শোধের কথা আছে যা কর্তাভজা আর বাউলদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি প্রচলিত রূপক (Urban ২০০১ ক)। একইভাবে চাঁদ বাউল বলেন "নিতাইয়ের হাটে গিয়ে / নাম এনেছি তোমার তরে ... আমি কাঙাল অর্থহীন / নাম এনেছি করে ঋণ [...] মূল্য লয়ে তোমার ঠাঁই / মহাজনকে দিব ভাই।"

ভক্তিবিনোদের অন্যান্য রচনার বিচার করে *বাউল সঙ্গীত* পড়ে আমরা বুঝতে পারছি যে, গোঁড়া হিন্দু কায়স্থ বা বৈষ্ণব সংস্কারক কোনো অভিধাই তার জন্য সম্পূর্ণ নয়। তিনি ছিলেন গ্রামীণ ও শহুরে সংস্কৃতির 'গ্রেই জোন'-এর বৃত্তে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যবর্তী এক মহান সংযোগ ছিলেন তিনি। তার এই দ্বৈতসত্তার সার্থক প্রকাশ আছে তার গানে। লৌকিক ধর্মের আবরণেও লোকগীতির মাধ্যমে তিনি আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভাবনার প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই লোকগীতি বোধ হয় গ্রামবাংলার মানুষ পছন্দ করে নি বা শোনেও নি। এই গানগুলি বাউলদের দরবারে সমাদর পায় নি, লোকের মধ্যে জনপ্রিয় হয় নি। এই গানগুলি কি আদৌ কেউ শুনেছে? কখনও কি গীত হয়েছে? *সজ্জন তোষণী*র পাঠক ছাড়া কি কখনও সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছেছে? না, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এখানে ৪ নং গানটি দেওয়া হলো।

বাউল বাউল বলছে সবে হচ্ছে বাউল কোন জনা
দাড়ি চূড়া দেখিয়ে ও ভাই করছে জীবকে বঞ্চনা।
দেহতত্ত্ব জড়ের তত্ত্ব তাতে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত
চিদানন্দ পরমার্থ জানতে তো তায় পারবে না।
যদি বাউল চাওরে হতে তবে চল ধর্ম পথে
যোষিতসঙ্গ সর্বমতে ছাড়ো রে মনের বাসনা [...]
মুখে হরে কৃষ্ণ বল ছাড়োরে ভাই কথার ছল
নাম বিনা তো সুসম্বল চাঁদ বাউল আর দেখে না।

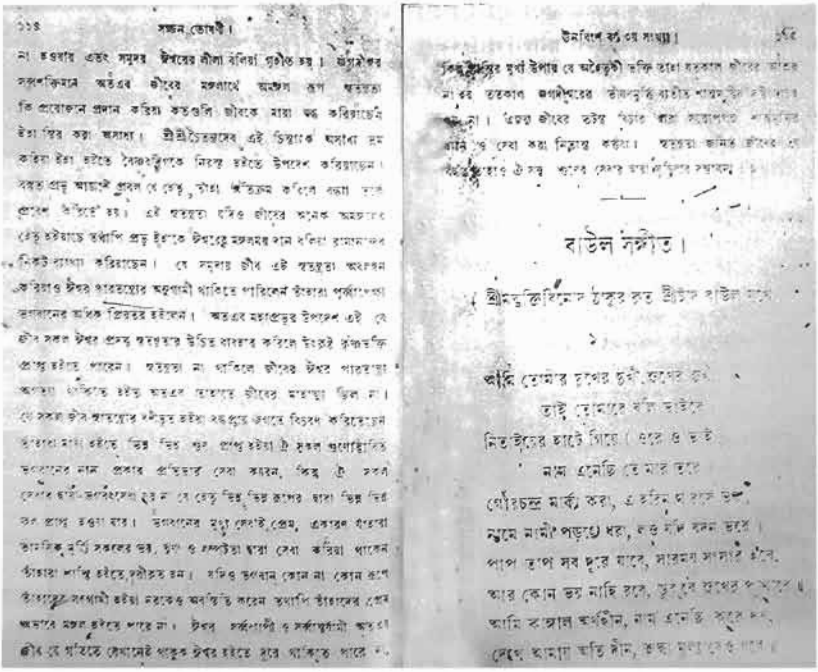
সজ্জন তোষণী।

বাউল সঙ্গীত।

সজ্জন তোষণী *পত্রিকায় প্রকাশিত বাউল সঙ্গীত*

এই গানটিতে গোঁড়া বৈষ্ণবেরা বাউলদের প্রতি যে-অভিযোগ আনে তার কথা আছে। আসলে তারা নকল বাউল, দাড়ি ও লম্বা চুলের বাহারে তারা শিষ্যদের আকর্ষণ করে। তাদের জীবন চর্চা খুব বস্তুকেন্দ্রিক। তারা দেহসাধনাকেই দেবতার সাধনা বলে মনে করে। বাউলরা দেহসাধনার ক্ষেত্রে যৌনতাকে প্রশ্রয় দেয় তাই ভদ্রলোকের নৈতিক আদর্শের দিক থেকে তারা ভণ্ড। তাই তাদের 'মর্কট বৈরাগী' বলেছেন ভক্তিবিনোদ তার গানে। এই গানগুলির মূল বক্তব্য আসলে অসৎ যৌনতা। লেখক বার বার বাউলদের এই ব্যভিচারের ও পরস্ত্রী সংসর্গের কথা তার গানে বলেছেন।

গান নং ৩ থেকে: "তোমার কেন্থা ধরা কপনি-আঁটা সন ফাকি...ধর্ম পত্নী ত্যাজি ঘরে, পর নারী সঙ্গ করে"। আবার গান নং ১০ থেকে: "বলবান বৈরাগী ঠাকুর, কিন্তু ঘৃহীর মধ্যে বাহাদুর/আবার কপনি পড়ে মালা ধরে, বহেন সেবা দাসীর ধূর"।

তাই স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে সংসার ধর্ম বা গার্হস্থ্য পালনের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনার পথকে যথার্থ বলে মনে করেছেন। ৯ নং গানে দেখি "ঘরে বসে বাউল হও রে মন/কেন করবি দুষ্টু আচরণ"। তার কথার মধ্যদিয়ে বাউলের একটি মজার ছবি ফুটে উঠেছে, তা হলো—একটি *পেটুক তপস্বী একজন বিবাহিত মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে হানুমানদের রাজা হয়ে বসেছে।* তারপর সে ভিক্ষা করে যে মুদ্রাগুলি পায় সেগুলি গোনায় ব্যস্ত। সেটাই তার একমাত্র ধ্যান। ভক্তিবিনোদের শ্লেষপূর্ণ ও হাস্যরসাত্মক পদে আছে—"এঁচড়েপাকা বৈরাগী যে হয়/পর নারী

লইয়ে পালের গোদা হইয়ে রয়" (গান ৯), আবার "অচ্যুত গোত্রাভিমানে ভিক্ষা করেন সর্বস্থানে/টাকাপয়সা গণি' ধ্যানে ধারণা প্রচুর" (গান ১০)। *বাউল সঙ্গীত*-এর শেষ লাইন তিনি তার শ্রোতাদের উপদেশ দিয়েছেন এই জাতীয় বাউলদের থেকে দূরে থেকে যথার্থ ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হতে।

ভক্তিবিনোদের কিছু গানে বাউলের কথা হুবহু ব্যবহার করে তাদের বিরূদ্ধাচারণ করা হয়েছে। ভক্তিবিনোদ বাউলদের অপরাধকে যেভাবে দেখিয়েছেন অন্য সংগীতকারদের মধ্যে দুদ্দু শাহও তাই করেছেন। বাউলেরা তাদের জড় দেহ সাধনার মধ্যদিয়ে বুদ্ধির দ্বারা উত্তরণের সাধনা করে। সেখানে ঐশ্বরিক সুচিতা থাকে। এই সাধনায় পরিশ্রুত দেহ সেই চরম সত্যকে লাভ করে। এও বলা হয় যে, বাউলের সাধনা তাদের জন্য নয় যাদের দেহে কাম আর লোভ আছে। নিজের কাজের পরিধি আলাদা হলেও ভক্তিবিনোদ ও দুদ্দু দুজনেই এই ভণ্ড সন্ন্যাসীদের কথা বলেছেন—যারা লোভ লালসা কামনা ও রিরংসার বশবর্তী হয়ে ঈশ্বর সাধনা করে।

ভক্তিবিনোদ ওরফে চাঁদ বাউল ভণ্ডদের কীভাবে সঠিক ধর্মাচরণ করতে বলেছেন? তার সব গানেই বার বার যে কথা এসেছে তা হলো—প্রথমত তিনি একাধিক নারীসঙ্গ বা পরকীয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। হরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণের মাধ্যমে ঈশ্বর সাধনা করতে বলেছেন। তার গানে তিনি পেশাদার ভিখারিদের সমালোচনা করেছেন—যারা তাদের শিষ্যদের কাছ থেকে সুযোগ নেয় অনেকক্ষেত্রেই। যদিও এই আক্রমণ তথাকথিত বাউলদের উদ্দ্যেশ্যে যারা নিজেরাই নিজেদের বাউল বলে। তিনি সেয়ানা ধর্মগুরুদের নিন্দে করতেও ছাড়েন নি। দুদ্দু শাহ একটি গানে বলেছেন—

লেংটি আঁটা বৈষ্টম বাবাজী সঙ্গে নিয়ে কত মাতাজি
গাঁজা খেয়ে হয় গাজি ফেরে দেশে বিদেশে॥
(জাহাঙ্গীর ১৯৬৪; ৪৭)

উপসংহার/ শেষ কথন

এতক্ষণ আমরা বাংলার ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাসের একটি রূপরেখা দেখলাম। আশা করি এতক্ষণে আমাদের বুঝতে আর কোনো অসুবিধা নেই, যে কোন কারণে কৃষ্ণদাস ও বিষ্ণুপ্রিয়া, ফ্লরেন্স শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ইস্কন মন্দিরে গান গাইতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস ও বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজেদের 'বৈষ্ণব বাউল' বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করে না। গান করতে করতে তারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। যে গানের মূলেই আছে চৈতন্য ও নিত্যানন্দের ভাবাবেগ।

এই লেখায় আমি এই বিষয়ে বিতর্ক উপস্থাপনা করেছি যে ১৯ শতকে যে 'অপসম্প্রদায়'-এর কথা প্রকাশিত হয়েছে এবং যার ফলে নিম্ন জাতিদের লোকধর্মের মধ্যে বিশেষ পরিণতি ঘটেছে। আমরা দেখিয়েছি ১৯ শতকের শেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বাউল, দরবেশ, সহজিয়া ধর্মান্দোলন থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু একথা সত্য যে বৈষ্ণব আর বাউল তাদের বিকাশের পথে একে অপরকে নির্ভর করেছিল নানাবিধ আলোচনার মাধ্যমে। আমি ভক্তিবিনোদ ও দুদ্দু শাহের গানে পারস্পরিক আদান-প্রদানকে পাশাপাশি রেখে, তুলনা করে,

আলোচনা করে দেখেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আর বাউল ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাদের শত্রুতার পাশে পারস্পরিক প্রভাবও দেখা যায়। একইভাবে বাংলার লোকগীতির মাধ্যমে দেখা যায় যে, শরিয়ত আর মারফত, গোঁড়া মুসলমান আর বেসরা ফকিরদের মধ্যে কত গভীর তথা জটিল যোগাযোগ আছে (Harder ২০১১; ৪৩-৪)।

বৈষ্ণব ধর্মাচরণে যাদের নিরত করা হলো তারাও কিন্তু চৈতন্য ও নিত্যানন্দের ভাবধারা মেনেই চলতো, তাদের মধ্যে অনেকে নিজেকে বৈষ্ণব বলতো। এই বাধা দানের কারণে এক আত্মশক্তির জাগরণ হয়েছিল, তথাকথিত 'অপসম্প্রদায়'গুলো তাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এই মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা তাদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। গোঁড়া বৈষ্ণব আর বেদ বহির্ভূত সহজ মতের বৈষ্ণবদের সামাজিক অবস্থান একেবারে আলাদা। একদিকে শিক্ষিত, উচ্চ জাতি, শহুরের বড়লোক, আরেকদিকে দরিদ্র, নিম্ন জাতি বা দলিত প্রান্তিক মানুষ। বৈষ্ণব সাধনার পথকে জনপ্রিয় করতে তার থেকে রহস্যময় তান্ত্রিক সাধনা বা গুহ্য সাধনার দিকগুলি বাদ দেওয়া হয়েছিল। সহজিয়া সাধনার প্রতি নেতিবাচক মনভাব, কঠোর সমালোচনা, তৎকালীন বাংলা ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্লোবাল বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়।

এই নেতিবাচক রচনাগুলি বারবার ছাপা ও প্রকাশিত হয়েছে যাতে সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এই রচনাগুলো ইতিহাসের মূলধারায় প্রবেশ করেছে। প্রসঙ্গত সুধীর চক্রবর্তীর কিছু বক্তব্য উদ্ধৃতি রূপে দেওয়া যেতে পারে,

> শ্রী চৈতন্যের তিরোধানের পরেই বৈষ্ণবধর্মে ভেদবাদ জেগে উঠে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সংস্কৃতে শাস্ত্রবই লিখে চৈতন্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় বেশি মনযোগী হলেন। [...] অসহায় শূদ্ররা তখন ভ্রষ্টাচারে মগ্ন হল। সেই সংকটকালে নিত্যানন্দের ছেলে বীরভদ্র আর একবার নেতা আর ত্রাতারূপে দেখা দিলেন। পলাতক ভ্রষ্টাচারী বৌদ্ধ সহজিয়া, মিথুন সাধক, মূর্খ তান্ত্রিক আর অজ্ঞ মুমুক্ষু মানুষদের বীরভদ্র আবার বৈষ্ণব করলেন। (চক্রবর্তী ১৯৮৯; ২১)

বর্তমান কালের অনেক গবেষকই মনে করেন যে, সহজিয়া সম্প্রদায় আসলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মজাত একটা বিকৃত তথা বিপথগামী, নীতিভ্রংশ সম্প্রদায়। বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহাসিক Steven Rosen লিখেছেন–

> a good many of these sects are rejected by orthodox Vaiṣṇavas and certain scholar/saints have written treatises warning practitioners about bogus interpretationsof Rāgānugā-bhakti. (Rosen 2009; 11-2)

কেন এই জাতীয় চিন্তা এখনও বাংলার বৈষ্ণববাদের গবেষক আর সাধারণ মানুষের মনে আছে–তা নিয়ে আশা করি আমার এই প্রবন্ধটি একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। আশা করি আমার গবেষণা পূর্ববর্তীদের ভুল ধারণার উপর কিছুটা আলোকপাত

ভাবনগর সাধুসঙ্গে (সর্ব বামে) গবেষক ক্যারোলা এরিকা লোরেয়া

করতে পারবে ও তার কিছুটা সংশোধন করতে পারবে। পাশাপাশি এই নেতিবাচক ধারণা থাকা উচিত না পাল্টানো উচিত—তাও পাঠকরা বিচার করবে, বিশেষত যখন সহজিয়া ও বাউলদের নানাভাবে ভয় দেখানো হয়, চাপে ফেলা হয়, একঘরে করে দেওয়া হয়। আবার যখন 'শুদ্ধিকরণ' 'ঘর ফেরত' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের ধর্মান্তরিত করা হয় তখন মনে রাখতে হবে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেবল ওয়াকিবহাল থাকাই যথেষ্ট নয়, বিশেষ চর্চারও দরকার। ধর্মীয় সাহিত্য ও ধর্মের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে কিছুটা সামাজিক ন্যায়বিচার এনে দিতে পারে।

এখন ভারতের দলিত, উদবাস্তু ও নীচু জাতির লোকেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য জোর করা হয়—যাতে রাজনৈতিক সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া যায়, কেননা হিন্দুদের অনায়সে নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে তাই (Citizenship Amendment Bill)। বাস্তবে বিভিন্ন সামাজিক আর রাজনৈতিক কারণে সংখ্যালঘু লোকধর্ম-আচরণকারী সম্প্রদায়গুলোর জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা মুশকিল। কমপক্ষে আমরা একাডেমিক বিদ্যার জগতে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশ করার একটি নিরাপদ আশ্রয় বা স্থান দিতে পারি। আরও গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার মধ্যদিয়ে এদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার মধ্যদিয়ে আমরা তথাকথিত নীচু-জাতির ধর্মীয় চিন্তা ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ঘটনার সত্যতা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব চরিত্রের সামাজিক ও পেশাগত নিরাপত্তার কথা ভেবে এখানে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

২. বৈষ্ণব সহজিয়া নিয়ে গবেষণামূলক কাজ খুব অল্প অথবা অনেক কাজ বাকি আছে। আপাতত সহজিয়া সাহিত্য নিয়ে যারা একাডেমিক কাজ করেছেন তারা মূলত বসু (১৯৩২), দাস (১৯৭২, ১৯৭৮), এবং ঝা (২০১৪)। ইংরেজি ভাষায় ইদুয়ার্ড ডিমক (Dimock 1966) এবং গ্লেন হেইজ (Hayes 2000, 2006) অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

৩. গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে রামকান্ত চক্রবর্তী (১৯৮৫) এবং টনি কে স্টিউয়ার্ট (Stewart 2010) বিস্তারিত গবেষণা করেছেন।

৪. এ ছাড়া অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। ঝা (২০০১; ১৭-২০), দাস (১৯৯৩; ৩৮-৯), চক্রবর্তী (১৯৮৬; ৬, ২০১৭; ৩০৭) এবং শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৪; ৮৫-৬)।

৫. উদাহরণের জন্য কিছু পত্রিকা ও গ্রন্থের শিরোনাম উল্লেখ করি—*সজ্জন তোষণী* (সম্পাদক: ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, প্রথম সংখ্যা ১৮৮১); *শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া* পত্রিকা (সম্পাদক: শিশির কুমার ঘোষ, প্রথম সংখ্যা ১৮৯১); ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী "প্রকৃত রস শত দুষিনী", ১৯১৭; মদনমোহন দাস গোস্বামী "সহজিয়া ডলন", ১৯৬৮ [দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫]; Suhrotra Swami. Apasampradayas: Deviant Vaishnava Sects. The Bhaktivedanta Academy, Mayapur. 1991; সুদর্শন রায় "বৈষ্ণবধর্মের কলঙ্কিত অধ্যায়", শ্রীগৌরাঙ্গ রিসার্চ সেন্টার, ১৯৯৭; Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja. Discerning the true sentiments of the soul–Gauriya Vaishnavism versus Sahajiyaism. Vrindavan, New Delhi, San Francisco: Gauriya Vedanta Publications. 2014; Online compendium of lectures of Swami Prabhupada. We should not become Sahajiyas. http://www.prabhupadaconnect.com/We-Should-Not-Become-Sahajiyas.html

৬. দুদ্দু শাহের জীবন আর গান সম্পর্কে দেখবেন শক্তিনাথ ঝা (২০১২) এবং তাঁর আগে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৬৪)।

৭. জাহাঙ্গীর ১৯৬৪, গান ১৫২।

গ্রন্থপঞ্জি

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর

1997 *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal,* 1872-1947. Richmond: Curzon.

2004 *Caste, Culture and Hegemony: Social Dominance in Colonial Bengal.* New Delhi: Sage.

ব্যানার্জী, রুবেন

1997 Religious Persecution of Baul Singers of Bengal. *India Today,* 15 April 1997.

ব্যানার্জী, সুমন্ত

1987 Bogey of the Bawdy: Changing Concept of 'Obscenity' in 19th Century Bengali Culture. *Economic and Political Weekly* 22, 29 (Jul. 18, 1987): 1197-1206.

1995 The Institutionalization of the Syncretist Kartābhajā Sect in 19th Century Bengal. *Calcutta Historical Journal* 16, 2: 29-59.

Bhaktivedānta NārāyaṆa, Gosvāmī Mahārāja.

2014 *Discerning the True Sentiments of the Soul – Gauriya Vaishnavism Versus Sahajiyaism. Vrindavan,* New Delhi, San Francisco: Gauriya Vedanta Publications.

ভাটিয়া, বারুণী

2017 *Unforgetting Chaitanya: Vaishnavism and Cultures of Devotion in Colonial Bengal.* New York: Oxford University Press.

ভাট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ.

১৯৫৭ *বাউল ও বাউল গান*। কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

বসু,মনীন্দ্রমোহন.

১৯৩২ *সহজিয়া সাহিত্য*। কলকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস।

Bryant, Edwin, and Maria Ekstrand (eds.)

2004 *The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant.* New York: Columbia University Press

চক্রবর্তী, সুধীর.

১৯৮৬ *বালাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান*। কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

১৯৮৯ *গভীর নির্জন পথে*।

১৯৯২ *ব্রাত্য লোকায়ত লালন*।

Cashin, David.

1995 *The Ocean of Love: Middle Bengali Sufi Literature and the Fakirs of Bengal.* Stockholm: Stockholm University Association of Oriental Studies.

চক্রবর্তী, রামকান্ত

1985 *Vaiṣṇavism in Bengal, 1486-1900.* Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar.

চৌধুরী,আবুল আহসান

২০১৪ *বাউল ধ্বংস ফতোয়া ও অন্যান্য*। ঢাকা, পাঠক সমাবেশ।

দাস, অজিত

১৯৯৩ *জাত বইষ্ণবের কথা*. কলকাতা, চারুবাক।

দাস, পরিতোষ

১৯৭২ *চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি*। কলকাতা , ভারতি বুক স্টল।

১৯৭৮ *সহজিয়া ও গৌড়ীয় ধর্ম*। কলকাতা,কে এল এম।

দাস, শুকাবক

1999 *Hindu Encounter with Modernity: Kedarnath Datta Bhaktivinoda.* Los

Angeles: Sanskrit Religions Institute.

দে, লাল বিহারী

1874 *Gobinda Samanta: The History of a Bengali Raiyat.* London: Macmillan and Co.

Dimock, Edward.

1966 *The Place of the Hidden Moon: Erotic Mysticism in the Vaiṣṇava-Sahajiyā Cult of Bengal.* Chicago: University of Chicago Press.

Dorson, Richard M.

1976 *Folklore and Fakelore: Essays Toward a Discipline of Folk Studies.* Cambridge: Harvard University Press.

Fuller, Jason D.

2003 Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thakura's *Sajjanaṭosanī* and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal. *In Hinduism in Public and Private,* edited by Anthony Copley, 173-210. New Delhi; New York: Oxford India Paperbacks.

2009 Reading, Writing and Reclaiming: Bhaktivinoda Thakura and the Modernization of Gaudiya Vaishnavism. *In Gaudiya Vaishnavism and ISKCON: an Anthology of Scholarly Perspectives,* edited by Steven Rosen, 295-314. Vrindavan: Rashbihari Lal and Sons.

ঘোষ, রামেশ চন্দ্র

১৮৮১-২ *ভাবের গীত*। Calcutta: Aurora Press, 1389|

Goswami, Satswarupa Das.

2012 *Śrilā Prabhupāda Līlāmṛta* Volume 1 (1st ed. 1980). N. p.: Bhaktivedanta Book Trust International. Ebook.

Harder, Hans.

2011 *Sufism and Saint Veneration in Bangladesh: The Maijbhandaris of Chittagong.* London; New York: Routledge.

HAYES, GLEN A.

2000 *The Necklace of Immortality: A Seventeenth-Century Vaiṣṇava Sahajiyā Text. In Tantra in Practice,* edited by David G. White, 317-325. Princeton: Princeton University Press.

2006 The Guru's Tongue: Metaphor, Imagery and Vernacular Language in Vaiṣṇava Sahajiyā Traditions. Pacific World 3, 8: 41–71.

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান

১৯৬৪-৫ *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ*। ঢাকা, বাঙলা একাডেমি, ১৩৭১।

ঝা, শক্তিনাথ

১৯৯৯ *বস্তুবাদী বাউল*। কলকাতা, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

২০০১ *বাউল ফকির ধ্বংস আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা মনফকিরা।

২০১২ *দুদ্দু সা'র পদাবলী*। কলকাতা, সহজপথ।

২০১৪ *সহজ বলিব কায়*। কলকাতা, বর্ণপরিচয়।

Mandala Publishing Group.

1997 *Prabhupada Saraswati Thakur: The Life and Precepts of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati.* Eugene: Mandala Publishing Group (n.a.).

মুখার্জী, শিপ্রা

2014 An Exploration of Multi-Religiosity within India: the Sahebdhani and the Matua Sects. *In Multiculturalism and Religious Identity: Canada and India,* edited by Sonia Sikka and Lori Beaman,301-317.Quebec: McGill-Queen's University Press.

2018 "In Opposition and Allegiance to Hinduism: Exploring the Bengali Hagiography of Harichand Thakur". *South Asia: Journal of South Asian Studies* 41, 2: 435-451

O' Connell, Joseph T.

1982 Jāti-Vaiṣṇavas of Bengal: Subcaste (Jāti) without a Caste (Varṇa). *Journal of Asian and African Studies* 17, 3-4: 189 – 207.

Openshaw, Jeanne.

2004 *Seeking Bāuls of Bengal,* 2nd ed. New Delhi: Cambridge University Press.

Risley, H. H.

1953 *The Tribes and Castes of West Bengal, Census of India 1951.* Alipore: West Bengal Government Press. (প্রথম সম্পাদন ১৮৯১ The Tribes and Castes of Bengal: Ethnological Glossary. Calcutta: Bengal Secretariat Press).

সজ্জন তোষণী

১৮৮১ *সজ্জন তোষণী* ১, ১। সম্পাদক : কেদারনাথ দত্ত (ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।

Salomon, Carol.

1991 Cosmogonic Riddles of Lalan Fakir. *In Gender, Genre and Power in South Asian Expressive Traditions,* edited by Frank J. Korom, Arjun Appadurai and Margaret A. Mills, 267–304. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

সরস্বতী , ভক্তিসিদ্ধান্ত

২০০৪ *প্রাকৃত রস শত দূষণী: One Hundred Condemnations of Material Rasa.* N.p: Gosai Publishers (প্রথম সম্পাদন ১৯১৭)।

সর্বাধিকারী, সুকন্যা

2015 *The Place of Devotion: Siting and Experiencing Divinity in Bengal Vaishnavism.* Oakland: University of California Press.

Sardella, Ferdinando.

2013 *Modern Hindu Personalism: The History, Life and Thought of*

Bhaktisiddhanta Sarasvati. New York: Oxford University Press.

সরকার, তারকচন্দ্র

১৯০০ *শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন*। ওরাকান্দি, ঠাকুরবাড়ি।

১৯১৬ *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত*। কলকাতা, শাস্ত্রপ্রচার প্রেস

Scott, James C.

1990 *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts.* New Haven: Yale University Press.

শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা

১৮৯৮ শ্রীধাম ধুলত পর্ব। *শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া* পত্রিকা ৮, ২ (গৌরাব্দ ৪১২), পৃ ৮৩-৮৫। সম্পাদক: শিশির কুমার ঘোষ ।

Stewart, Tony K.

2010 *The Final Word: The Caitanya Caritāmṛta and the Grammar of Religious Tradition.* New York:Oxford University Press.

Swami, Suhrotra.

1991 *Apasampradayas: Deviant Vaishnava Sects.* Mayapur: The Bhaktivedanta Academy.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ

১৮৯৬ *বাউলের গান*। ভারতী, কলকাতা, পৃ ৩৪-৪১ (১২৯০).

ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ

১৯১৬ *স্বলিখিত জীবনী*। কলকাতা, ললিতা প্রসাদ দত্ত [হস্তলিপি ১৮৯৬]।

১৯১৬ ক বাউল সংগীত। *সজ্জনতোষণী* ১৯, ৩: ১১৫-১২২।

2002 *Baul Sangit – Songs of the Madman.* Ed. Daśarata-suta-dāsa. N.p.: ISKCON Media Vedic Library.

Urban, Hugh B.

2001 *Songs of Ecstasy: Tantric and Devotional Songs from Colonial Bengal.* New York: Oxford University Press.

2001 ক The Marketplace and the Temple: Economic Metaphors and Religious Meanings in the Folk Songs of Colonial Bengal. *The Journal of Asian Studies* 60, 4: 1085–1114.

Wong, Lucian.

2018 Against Vaiṣṇava Deviance: Brāhmaṇical and Bhadralok Alliance in Bengal Religions 9, 57: 1-19.